যুগান্তর

তারিখ ..04.DEC.2016...
পৃষ্ঠা ..২০... কলাম ...১...

বাহুবলে ধর্ষিতাকে স্কুলছাড়া

বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দেয়া হয়নি

বাহুবল (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের বাহুবলে সপ্তম শ্রেণীর এক ধর্ষিতা ছাত্রীকে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছে শাহজালাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাকে চলতি বার্ষিক পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। ফলে হুমকির মুখে পড়েছে তার শিক্ষাজীবন।

ধর্ষিতার বাবা জানান, ১৯ জুলাই চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তার মেয়েকে বাড়ি থেকে নিয়ে যান পাশের গ্রামের এক মহিলা। পরে তিনি মেয়েটিকে দুই বখাটের হাতে তুলে দেন। ওই দিন রাতে তারা মেয়েটিকে ধর্ষণ করে।

তিনি বলেন, '২৮ নভেম্বর স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়। এর আগে আমি মেয়ের পরীক্ষার ফি জমা দিতে গেলে প্রধান শিক্ষক জানান, তাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনি ছাড়পত্র নিয়ে তাকে অন্য স্কুলে ভর্তির পরামর্শ দেন।' কিন্তু তিনি ছাড়পত্র নিতে রাজি হননি।

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

বাহুবলে ধর্ষিতাকে স্কুলছাড়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয় সূত্র জানায়, বাহুবল উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের চিচিরকোট গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়েটি পার্শ্ববর্তী নতুনবাজার শাহজালাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী। পাশের হিমারগাঁও গ্রামের সিদ্দিক আলীর স্ত্রী ফাতেমা বেগমের আসা-যাওয়া ছিল তাদের বাড়িতে। ১৯ জুলাই ওই ছাত্রীকে ঢাকায় ভালো বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে আনেন ফাতেমা। পরে তাকে তুলে দেন যশপাল গ্রামের মৃত হোসেন আলীর ছেলে জাহির হোসেন ও আজগর আলীর ছেলে সামছুদ্দিন ওরফে সামছু ওরফে সমশের উদ্দিনের হাতে। ওই দিন রাতে উপজেলার মিরপুর বাজারে সানি ফার্নিচার মার্ট নামে একটি দোকানে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে তারা। পরদিন অন্যত্র পাচারের সময় বাজারের পাহারাদার মেয়েটিকে উদ্ধার করেন।

ধর্ষণের ঘটনায় বাহুবল মডেল থানায় মামলা করেছেন মেয়ের বাবা। পুলিশ ফাতেমা ও জাহির হোসেনকে গ্রেফতার করে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে। তবে সামছুদ্দিন ওরফে সামছু ওরফে সমশের উদ্দিন এখনও পলাতক।

ধর্ষিতার বাবা যুগান্তরকে বলেন, 'ঘটনার পর আমি মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইলে প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আলী আপাতত বিদ্যালয়ে না পাঠানোর পরামর্শ দেন। বার্ষিক পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসায় আমি প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে ফের যোগাযোগ করি। তিনি আমাকে জানান, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি আমার মেয়েকে ছাড়পত্র দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই তাকে তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দিতে পারবেন না।'

স্থানীয় মুরব্বি অরুণ চক্রবর্তী বলেন, 'ধর্ষিতাকে স্কুলে লেখাপড়া ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য আমি স্থানীয় মুরব্বিদের নিয়ে বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করেছি। প্রধান শিক্ষক আমাদের বলেছেন, ধর্ষিতা ছাত্রীটিকে বিদ্যালয়ে যেতে দেয়া হলে এর প্রভাব অন্য ছাত্রছাত্রীদের ওপর পড়বে।'

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আলী যুগান্তরকে বলেন, ঘটনার পরপরই বিদ্যালয়ের বৃহত্তর স্বার্থে ম্যানেজিং কমিটি ওই ছাত্রীকে ছাড়পত্র দিয়ে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই তাকে ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া যায়নি।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা হাশিম মিয়া মোবাইলে যুগান্তরকে বলেন, 'স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চাপের মুখে আমরা তাকে ছাড়পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি অনেক আগে। সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আমাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেনি। এখন একটি কুচক্রী মহল আমাকে হেয় করতে ওই ছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ চাইছে।'